দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 AUG 1997
পৃষ্ঠা: ১ কলাম ৮

দু'টি হলে বৈধ ছাত্ররা উঠেছে

জিয়া হল প্রভোস্টের পদত্যাগ গতকালের ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠন

(বিশ্ববিদ্যালয়সংবাদদাতা)

কঠোর পুলিশ নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল বুধবার জিয়া ও বঙ্গবন্ধু হলের বৈধ ছাত্রদের নিজ নিজ হলে তুলে দিয়েছেন। এ সময় তল্লাশি করে এ দু'টি হল থেকে পুলিশ ৯টি ককটেল উদ্ধার করেছে। গত মঙ্গলবার জিয়া ও জসীমউদ্‌দীন হলে সংঘটিত ন্যক্কারজনক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনার প্রতিবাদে জিয়া হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট অধ্যাপক এ টি এম নূরুর রহমান খান গতকাল পদত্যাগ করেছেন। ছাত্রদল আজ উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি দিয়েছে।

গতকাল সকাল ৯টা থেকে জিয়া ও বঙ্গবন্ধু হলে বৈধ ছাত্রদের তুলে দেয়ার

পদত্যাগ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৭

পদত্যাগ ঃ প্রভোস্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় প্রথমে পরিচয়পত্র দেখে ছাত্রদের বের করা হয় এবং এরপর আবার পরিচয়পত্র দেখে আবাসিক এবং দ্বৈতাবাসিক বৈধ ছাত্রদের নিজ নিজ হলে তুলে দেয়া হয়। তবে যারা বৈধ ছাত্র অথচ এখনো হলে সিট পায়নি তাদেরকে হলে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ফলে নতুন আসা এই ছাত্ররা সিনিয়র ভাইদের কাছে থাকলেও বর্তমানে তারা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে।

সকাল ১১টার দিকে উপাচার্য এ কে আজাদ চৌধুরী, প্রক্টর এ কে এম নূরউন নবীসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান। জিয়া ও বঙ্গবন্ধু হল থেকে সকল ছাত্রকে বের করে দিয়ে পুলিশ উভয় হলেই তল্লাশি চালায়। এ সময় জিয়া হলের এবং বঙ্গবন্ধু হলের ছাদ থেকে যথাক্রমে ৬টি ও ৩টি ককটেল উদ্ধার করে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টি হলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া ছাত্রদলের যে ২০ জন নেতাকর্মী সূর্যসেন হলের ছাত্র নয়, অথচ কর্তৃপক্ষ তাদের থাকার অনুমতি দিয়েছিল, চুক্তি অনুযায়ী গত মঙ্গলবার রাতে তাদেরকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হলে তারা বেরিয়ে যায়।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত ঃ গত মঙ্গলবারের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। গতকাল দুপুরে উপাচার্যের কার্যালয়ে উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় এ কমিটি গঠিত হয়। শওকত আলী খানকে আহ্বায়ক এবং প্রক্টর ডঃ এ কে এম নূরউন নবীকে সদস্য-সচিব করে গঠিত তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক, অধ্যাপক এটিএম জহুরুল হক, অধ্যাপক মোঃ আবদুল আজিজ, এডভোকেট সৈয়দ আহমেদ, এডভোকেট গাজিউল হক এবং অধ্যাপক মোঃ মোস্তফা চৌধুরী। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। ঘটনার জন্য দোষীদের চিহ্নিত এবং তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এ ঘটনার জন্য থানায় এজাহার করবে।

সিন্ডিকেটের অপর এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ২২তম শাহাদাত দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য ও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করবে।

জিয়া হলের প্রভোস্টের পদত্যাগ ঃ ছাত্রদল কর্মীদের গত মঙ্গলবারের আচরণের প্রতিবাদে জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এ টি এম নূরুর রহমান খান গতকাল প্রভোস্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। সিন্ডিকেটের সভায় এ বিষয়টি উত্থাপন করা হয় এবং সিন্ডিকেট তাকে নিজ পদে বহাল থাকার অনুরোধ জানায়।

সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তের পর অধ্যাপক নূরুর রহমান খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, আমি থুথু ফেলেছি পুনরায় চেটে তোলার জন্য নয়। যেখানে আমার উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসক উপাচার্যকে অপমান করা হয়, সেখানে আমি প্রতিবাদ না করে পারি না। ছাত্রদল পূর্ব পরিকল্পিত এবং সুপরিকল্পিতভাবে যে ঘটনা ঘটিয়েছে এ ঘটনার প্রতিবাদে, নিন্দায় এবং লজ্জায় আমার স্ব-পদ থেকে আমি সরে এসেছি।

তিনি গতকাল উপাচার্যের কাছে দেয়া পদত্যাগপত্রে বলেন, 'গত মঙ্গলবার ছাত্রাবাসসমূহ বহিরাগতমুক্তকরণের লক্ষ্যে আপনি স্বয়ং জিয়াউর রহমান হলে উপস্থিত হলে সুপরিকল্পিতভাবে একটি সংগঠনের ছাত্ররা- যাদের অধিকাংশই বহিরাগত- যে অশোভন ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মাধ্যমে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তা অমার্জনীয়। এ ঘটনার জন্যে উক্ত হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। অবাঞ্ছিত এ ঘটনার পর কোনক্রমেই আমার পক্ষে জিয়াউর রহমান হলে প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শোভন ও সম্ভব নয়। সুতরাং, আমার এ চিঠিটি পদত্যাগপত্র হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।'

ছাত্রদলের মিছিল সমাবেশ ঃ ছাত্রদল গত মঙ্গলবার জিয়া হলে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, হাবিব-উন-নবী সোহেল, এবিএম মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, নাসিরউদ্দিন অসীম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, উপাচার্য যদি তার মনোভাব পরিবর্তন না করে তাহলে আগামীতে কঠোর আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের দাবি আমরা বাস্তবায়ন করব। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ আজকের অবস্থান ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান।

ছাত্রলীগের (শা-পা) মিছিল সমাবেশ ঃ বাংলাদেশ ছাত্রলীগ উপাচার্যকে লাঞ্ছিতকারী ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে। গতকাল ক্যাম্পাসে এক সমাবেশে তারা এ দাবি জানান। ডাকসু ভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন, এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না, বাহাদুর বেপারী ও আবদুল ওয়াদুদ খান।

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ঃ এ ঘটনার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। কলা ভবনের সামনে সমাবেশে বক্তৃতা করেন করিম সিকদার, দীপংকর সাহা দিপু, মাহবুবুল হক রিপন, মিজানুর রহমান পলাশ প্রমুখ।